দৈনিক সংবাদ

তারিখ ..2.2 JUN 1986... ...
পৃষ্ঠা... .. ...৬ কলাম ..1... ...

আলোকচিত্র শিল্পী ডঃ শহীদুল আলমের মুখোমুখি

ভালো শিল্পসম্মত ছবি তোলার জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণা দরকার

101

বাংলাদেশে আলোকচিত্র শিল্পে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গবেষণা কর্মে নিয়োজিত একমাত্র আলোকচিত্রী হচ্ছেন ডঃ শহীদুল আলম। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ''মিজারমেন্ট অব থিন ফিল্মস'' এবং ''হলোগ্রাফী'র উপর গবেষণা কর্মের সাথে জড়িত। এছাড়াও তিনি একজন সৃজনশীল আলোকচিত্রী হিসেবে আলোকচিত্রণ বিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী।

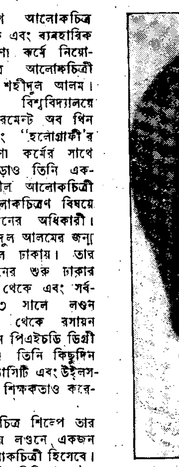

ডঃ শহীদুল আলমের জন্ম ১৯৫৫ সালে ঢাকায়। তার শিক্ষা জীবনের শুরু ঢাকার শাহীন স্কুল থেকে এবং সর্বশেষে ১৯৮৩ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে তিনি পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি কিছুদিন লণ্ডন ইউনিভার্সিটি এবং উইলসডেন কলেজে শিক্ষকতাও করেছেন।

আলোকচিত্র শিল্পে তার হাতেখড়ি হয় লণ্ডনে একজন সৌখিন আলোকচিত্রী হিসেবে। সেখানে তিনি বিভিন্ন ফটোগ্রাফী প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ এবং পত্র-পত্রিকায় ফটোগ্রাফী বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। এ সময় লণ্ডনে তার কয়েকটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সংস্থায় পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

দীর্ঘ এক দশক লণ্ডনে কাটিয়ে ১৯৮৪ সালে দেশে ফিরে একজন ফটোগ্রাফিক কনসালটেন্ট এবং ফ্রিল্যান্স আলোকচিত্র শিল্পী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। বর্তমানে তিনি একটি ফটোগ্রাফিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক।

ফটোগ্রাফিক জীবনের পাশাপাশি ডঃ শহীদুল আলম একজন ভালো ব্রিজ খেলোয়াড়। এ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় শিরোপাধারী। এছাড়াও দাবা খেলা, পর্বতারোহণ, সঙ্গীত এবং দর্শনবিদ্যা চর্চা করা তার শখ।

সম্প্রতি দৈনিক 'সংবাদ'-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশে আলোকচিত্র শিল্পের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন নিয়ে তার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তার সাথে আলোচনার পূর্ণ বিবরণ নীচে পত্রস্থ করা হল।

প্রশ্ন: আপনি রসায়ন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছেন। অন্য পেশায় না গিয়ে ফটোগ্রাফীতে এলেন কেন?

উত্তর: খুব ভেবে-চিন্তে ফটোগ্রাফীতে আসিনি। ভালো লেগেছে তাই ছবি তুলছি। তবে বর্তমান সমাজে শুধু বিজ্ঞানের মাধ্যমে সৃজনশীল কিছু করা একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। ফটোগ্রাফীর মধ্যে আমি যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছি বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে আমি তা কখনো পাইনি।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে ফটোগ্রাফীর সামগ্রিক মান সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর: ফটো প্রিন্টিংয়ের টেকনিক্যাল দিকে আমাদের দেশের ফটোগ্রাফাররা অনেক পিছিয়ে আছেন; কিন্তু অন্য দু'একটি বিষয়ে যেমন ফ্যানডিড ও হিউম্যান-ফটোগ্রাফীর—এ দু'শাখা আমাদের দেশে বেশ সৃজনশীলতা দেখিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা যেসব চিন্তা-ভাবনা করি এবং যা সৃষ্টি করেছি, অনেক দেশই তা করেনি। আমাদের ছবিগুলোতে সাধারণতঃ একটি বক্তব্য থাকে। শুধু সুন্দরের জন্য ছবি তোলা আমাদের ফটোগ্রাফাররা খুব কম করেন। বিচারককে খুশী করার জন্য এখানে কেউ ফটোগ্রাফী করেন না। আমাদের বেশীর ভাগ ছবি সমাজভিত্তিক। প্রত্যেকটি ছবিতেই প্রাণ আছে। প্রত্যেকটা ছবি কিছু একটা বলতে চায়।

তবে আমরা এডভার্টাইজিং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এবং টেকনিক্যাল ফটোগ্রাফীতে এখনো দক্ষতা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের ফটোগ্রাফাররা ন্যাচারাল লাইট ফটোগ্রাফীতে যতটা স্বাভাবিক স্পেশাল এফেক্ট বা আর্টিফিসিয়েল লাইট ফটোগ্রাফীতে ততটা পারদর্শী নন।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে ফটোগ্রাফীকে এখনো শিল্প হিসেবে গণ্য করা হয় না। এর কারণ কি বলে আপনার মনে হয়?

উত্তর: ফটোগ্রাফীকে শিল্প হিসেবে গণ্য না করার জন্য দোষটা প্রথমতঃ ফটোগ্রাফারদেরই। যারা ফটোগ্রাফীকে দেশের সামনে তুলে ধরেছেন তাদের বেশীর ভাগই শিক্ষিত ছিল না। ষ্টুডিও থেকে কাজ শিখে তারা এ লাইনে এসেছেন। তাদের সামাজিক মর্যাদাও ছিলনা। পিকনিক ও বিয়ে বাড়ীতেই তাদের ছবি তোলা সীমাবদ্ধ ছিল। কিছু বলা বা ভাবপ্রকাশের জন্য ছবি তোলা যায়—এটা তারা বুঝতো না। তাছাড়া ভালো শিল্পসম্মত ছবি তোলার জন্য পড়াশোনা এবং গবেষণা দরকার—এটা অনেকেরই জানা ছিল না। এসব কারণেই ফটোগ্রাফীকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা হতোনা।

প্রশ্ন: ফটোগ্রাফীতে সৃজনশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত জ্ঞান আর ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে কোন্‌টা বেশী প্রয়োজন?

উত্তর: এ প্রশ্নের উত্তরটা নির্ভর করে কে কোন্ স্তর পর্যন্ত যেতে চায় তার উপর। স্বাভাবিকভাবে ফটোগ্রাফী করতে গেলে তত্ত্বগত জ্ঞান খুব একটা দরকার নেই। একটি অটোমেটিক ক্যামেরা এবং নেগেটিভ ফিল্ম দিয়ে মোটামুটি ভালো ছবি সহজেই তোলা যায়। কিন্তু যে ফটোগ্রাফার তার বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যদের কাছে তুলে ধরতে চায় তার জন্য থিউরী এবং প্রাকটিস দুটোই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তার থিউরী প্রয়োজন, যা সম্ভব এবং যা অসম্ভব তার মধ্যে ব্যবধান জানার জন্য এবং তার নিজের মনের মধ্যে যে চিন্তাধারা আছে সেগুলিকে ছবির মাধ্যমে কিভাবে প্রকাশ করা যায় সেটা জানার জন্য। ব্যবহারিক জ্ঞান দরকার, যা সম্ভব তাকে বাস্তব করার জন্য। মনের মধ্যে যে ছবিটাকে সে এঁকেছে তাকে কাগজে আনতে হলে এ ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজন।

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 2 2 JUN 1986 ...
পৃষ্ঠা... ... 6 কলাম ...1... ...

প্রশ্ন: একজন ভালো ফটোগ্রাফারের কি কি গুণ থাকা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আমরা চোখে যা দেখি তার মধ্যে একটি ফ্রেম খুঁজে পাওয়া এবং ফ্রেমে যা দেখি তার সাথে বাস্তব ছবির যে ব্যবধান সেটা উপলব্ধি করতে পারা সবচেয়ে বড় গুণ। দৃষ্টিভঙ্গির একটা মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য সাধনা তো লাগেই তবে শুধু সাধনা দিয়েই হয় না, প্রতিভাও প্রয়োজন।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে ফটোগ্রাফী বিকাশের পথে বাধাগুলো কি?

উত্তর: সামাজিক বাধা, ভালো শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, আর্থিক সমস্যা এবং সরঞ্জামের অপ্রতুলতা ইত্যাদি প্রতিনিয়ত দেশে ফটোগ্রাফীর বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। তাছাড়া পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, বিশেষ করে সরকারীভাবে এ ব্যাপারে যথার্থ আনুকূল্য দেখানো হয় না।

প্রশ্ন: ফটোগ্রাফীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তা অবশ্যই সরকারী পর্যায়ে। ফটোগ্রাফারদের জন্য, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ফটোগ্রাফারদের জন্য বই-পুস্তক, ফটোসামগ্রী ইত্যাদি বিনা শুল্কে আমদানী করা প্রয়োজন। দেশে প্রদর্শনীর জন্য গ্যালারী নির্মাণ অতি আবশ্যক। এছাড়া ফটোগ্রাফীকে স্কুলের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: আমাদের দেশে একজন ফটোগ্রাফার তার সঠিক সামাজিক মর্যাদা পান না। এটা কেন হয়?

উত্তর: শিক্ষার অভাবই এর বড় কারণ। একজন ফটোগ্রাফারকে মর্যাদা দেয়ার জন্য তার ছবির শিল্পরস উপলব্ধি করার মতো মানসিকতা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনো গড়ে উঠেনি। এছাড়া আমাদের দেশে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত ফটোগ্রাফার হওয়া সম্ভব নয়। সমাজে ফটোগ্রাফী সম্পর্কে শিক্ষাবোধ এখনো ভালোভাবে গড়ে উঠেনি। এজন্যই একজন ফটোগ্রাফার সমাজে কাঙ্ক্ষিত মর্যাদা পাচ্ছেন না।